بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

النميمة চুগোলখোরী

মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ

قال الله تعالى: ﴿ **وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ**﴾ . القلم: ١٠-١١

অর্থাৎঃ " এবং অনসরণ করো না তার যে কথায় কথায় শপথ করে, যে অতি নগণ্য। দোষারোপকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়।" সূরা কলম, ১০-১১

চুগোলখোরীর শাব্দিক ও পারিভাষিকঅর্থ ঃ

শাব্দিক অর্থঃ মিথ্যাদিয়ে কথাকে সাজানো / গোন্ডগোল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা প্রচার করা।

পরিভাষায়ঃ গোন্ডগোল সৃষ্টির উদ্দ্যেশে পরস্পরকে কথা লাগানো।

চুগোলখরীর পরিচয়ঃ

*চুগোলখোর সর্বদা মিথ্যা কথা বলে।
*নিচু প্রকৃতির, সে নিজের যেমন মর্যাদা দিতে জানেনা ঠিক তেমনী অন্যকেও মর্যদা দিতে পারেনা।
*সর্বদা মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিলো ভাবে কথা বলে এবং পরনিন্দায় পারদর্শি।
*সে নিজের ও অন্যের কল্যাণ করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।
*সে সীমা অতিক্রমকারী এবং ন্যায় ইনসাফের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী।
*সদা সর্বদা পাপে জড়িয়ে থাকে।
*রুঢ় আচোরণকারী, মানুষ তাকে ঘৃণা করে।
*সে সর্বদা অন্যদেরকে কষ্ট দেয়।

চুগোলখোরের সাথে আচোরণঃ

ইমাম যাহাবী (রঃ) বলেনঃ

চুগোলখোরের কথা বিশ্বাস করা যাবেনা। কারণ, সে ফাসেক । আর ফাসেকের খবর পরিত্যায্য। তাকে ঐ কর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য নসিহত করতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাকে অপছন্দ করতে হবে। কারণ সে আল্লাহর দরবারে অপছন্দিয় ব্যক্তি। যার ব্যাপারে চুগোলখোরি করা হচ্ছে তার ক্ষেত্রে মন্দ ধারণা পোষণ করা যাবে না। কারণ আল্লাহ তায়ালা তা নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ **الحجرات: ١٢**

অর্থাৎঃ " হে মুমিনগণ ! তোমরা বহুবিধ ধারণা হতে বিরত থাকো; কারণ কোন কোন ধারণা পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না" সূরা হুজরাত ১২

কেও যদি কাউরি ক্ষেত্রে চুগোলখোরি করে তাহলে সে কথার অনুসন্ধান করা ঠিক হবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا﴾

অর্থাৎঃ "তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না"

চুগোলখোরীর বিধানঃ কাবীরা গুনাহ ।

চুগোলখোরের পরিনামঃ

চুগোলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না। হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহ আনহু) কে বলা হল, যে একজন ব্যক্তি চুগোলখোরি করে বেড়ায়, তখন তিনি বলেনঃ আমি শুনেছি রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

(لا يدخل الجنة نمام) بخاري ومسلم

অর্থাৎঃ 'পরনিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবেনা'। বোখারী ও মুসলিম

কিয়ামতের দিন সবচাইতে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হল চুগোলখোরঃ

রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ، وهؤلاء بوجه) رواه البخاري ومسلم و الترمذي

অর্থাৎঃ 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচাইতে নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি, যে দু রকম চেহারার অধিকারী এর নিকট এক ধরণের চেহরা প্রকাশ করে অন্যের নিকট অন্য রকম চেহারা প্রকাশ করে (চুগোলখোর)'। বোখারী, মুসলিম ও তিরমিযি

চুগোলখোরির ভয়াবহতাঃ

*এটি জাহান্নামের রাস্তা বানাইয়া দেয়।

*দুই বন্ধুর মাঝে শত্রুতার আগুন জালিয়ে দেয়।

*ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি করে, মানুষকে ক্ষতিগ্রোস্ত করে , মানুষকে কষ্টদেয়, মানুষের মাঝে অশান্তি ছড়িয়ে দেয়।

*এটি খারাপ পরিণতির আলামত, এবং ভাল দিক গুলোকে মুছে ফেলে ।

*এটি ভিতু, দুর্বল, চক্রান্তকারী, গাদ্দারী এবং মুনাফেকের ঠিকানা।

চুগোলখরি থেকে পরিত্রানের উপায়ঃ

*যবানকে হেফাজত করা।

*মন্দ কথা বলা থেকে বিরত থাকা এবং সদা সর্বদা ঐ সকল কথা-বার্তা বলা যার মাঝে কল্যাণ আছে। যেমনটি রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت) متفق عليه.

অর্থাৎঃ' যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।' বোখারী ও মুসলিম

ইমাম শাফেঈ (রঃ) বলেনঃ যদি কেও কোন কথা বলতে চাই তাহলে পূর্বেই ভেবে নিবে যে তার কথার মধ্যে কোন উপকার বা কল্যাণ আছে কি না, তা না হলে চুপ থাকবে।

*যবানকে মহান আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত রাখবে।

*সর্বদা পরনিন্দার ভয়াবহতাকে স্বরণ করবে।

*ঐ সকল আয়াত ও আহাদীসগুলিকে বেশি বেশি পড়বে যেখানে পরনিন্দার পরিণাম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

*বেশি বেশি মুসলমানদের মাঝে ভালোবাসা ও কল্যাণ ছড়ানোর চেষ্টা করবে।

*সৎ ও ভাল মানুষের সহচার্য ও বন্ধু হওয়ার চেষ্টা করবে।

*পরিশেষে সদা সর্বদা মরণকে স্বরণ করবে, পরকালের ফলাফলের চিন্তা করবে।

وصلى الله تعالى علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

جمع وإعداد: آفتاب الدين الحاج شمس الدين الداعية/ جمعية الدعوة والإرشاد بحوطة بني تميم

সংকলনেঃ আফতাব উদ্দীন আলহাজ্ব শামসুদ্দীন / ইসলামিক সেন্টার হাওতা বানী তামীম